নবম অধ্যায়

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীগৌরসুন্দরের 'সাতপ্রহরিয়া' মহাপ্রকাশ ও বিষ্ণুখট্টোপরি উপবেশন, ভক্তগণ-কর্তৃক তাঁহার অভিষেক, স্তুতি এবং দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের বিধিমতে ষোড়শোপচারে মহাপ্রভুর পূজা ও মহাপ্রভুর ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য-ভোজন, মহাপ্রভু-কর্তৃক শ্রীবাসাদি ভক্তের পূর্ব-বৃত্তান্ত-কথন, ভক্তগণের সান্ধ্যারাত্রিক, ভক্তবর শ্রীধরের আখ্যান এবং বৈষ্ণব-চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে শ্রীবাস-গৃহে আগমন করিলেন। চতুর্দিক্ হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর প্রত্যহ ভক্ত-ভাবে নৃত্য-কীর্তনাদি করিতেন এবং কখনও নিজ ভাবাবেশে যেন অজ্ঞাতসারে বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিতেন। কিন্তু অদ্য পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর নিজের ভক্তভাব সংগোপন ও আবেশভাব পরিহারপূর্বক, নিজে যে স্বয়ং বিষ্ণুবস্তু বা বিষয়বিগ্রহ, তাহা প্রকাশিত করিয়া নিখিল আশ্রিত ভক্তগণের সেবাগ্রহণ-মানসে বিষ্ণুখট্টায় সপ্তপ্রহর ব্যাপিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার এই মহাপ্রকাশ-লীলায় তিনি বিষ্ণুর সকল অবতারের রূপ-সমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই দিবসে প্রভুর ইঙ্গিতক্রমে ভক্তগণ পরমানন্দ-চিত্তে বিবিধ উপায়নযোগে বৈকুণ্ঠাধিপতি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীগৌর-নারায়ণের 'রাজরাজেশ্বর-অভিষেক' সুসম্পন্ন করিলেন। ভক্তগণ দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের বিধিমতে ষোড়শোপচারে মহাপ্রভুর পূজা করিয়া বহুপ্রকার স্তুতি-বন্দনামুখে শ্রীগৌরসুন্দরের সর্বকারণকারণত্ব, সর্বেশ্বরেশ্বরত্ব এবং জীবোদ্ধারার্থ নিজ-সেবা-প্রকটনাভিলাষে ভক্তভাবাঙ্গীকার প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ-লীলাদি বর্ণন করিলেন। অনন্তর শ্রীগৌরসুন্দর নিজ শ্রীচরণ পূজার নিমিত্ত অকপটে প্রসারিত করিয়া দিলে ভক্তগণ সকলে স্ব-স্ব অভিলাষানুসারে সংগৃহীত নানা উপকরণ-দ্বারা শ্রীগৌরপাদপদ্ম পূজা করিলেন। মহাপ্রভুও ভক্তের সেবা গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে উপযাচক হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত বহুবিধ ভক্ষ্যোপচার পরম আনন্দে ভোজন করিলেন এবং শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের পূর্ব-বৃত্তান্ত-সমূহ বর্ণন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ-কর্তৃক সান্ধ্য-আরত্রিক সম্পন্ন হইলে শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ঐশ্বর্যপ্রকাশ-লীলা-প্রদর্শনার্থ তাঁহার অতীব প্রিয়ভক্ত শ্রীধরকে আহ্বান করিতে ভক্তগণকে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশে বৈষ্ণবগণ অর্ধপথে আসিয়া শ্রীধরের উচ্চ হরিনাম-ধ্বনি শ্রবণ-পূর্বক তদনুসরণে শ্রীধর-ভবনে গমন করিলেন। বাহ্য পরিচয়ে শ্রীধর অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও তিনি মহাপ্রভুর অলৌকিক ভক্ত বলিয়া কৃষ্ণপ্রেম-ধনে নিত্যকাল ধনী ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহাসত্যবাদী দরিদ্র খোলাবেচা শ্রীধর ভগবৎসেবার যে অসামান্য আদর্শ জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুসরণীয়। পাষণ্ডিগণ মনে করিত যে, শ্রীধর দারিদ্র-পীড়িত হইয়া ক্ষুধার জ্বালায় সারা রাত্রি জাগিয়া ভগবানের নাম কীর্তন করিতেন। তাহারা জানিত না যে, যিনি নিখিল ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পতির সেবায় সর্বদা নিরত, তাঁহার কোনদিন প্রকৃত প্রস্তাবে দারিদ্র্য থাকিতে পারে না। শ্রীধর পাষণ্ডিগণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সর্বদা কৃষ্ণনামরস-পানে বিভোর থাকিতেন এবং রাত্রিকালে নিজের ও জগতের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য আর্তিসহকারে ভগবান্‌কে ডাকিতেন। ভক্তগণ-সমীপে মহাপ্রভুর নাম শ্রবণমাত্র শ্রীধর আনন্দে মূর্ছিত হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে সন্তর্পণে মহাপ্রভুর নিকট লইয়া আসিলেন। শ্রীধরকে দেখিয়া মহাপ্রভু পরমানন্দিত হইলেন এবং শ্রীধরও প্রভুর দিব্য ভুবনমোহনরূপ দর্শন করিয়া অতীব মুগ্ধ হইলেন।

প্রভুর বিদ্যাবিলাসকালে শ্রীধর কলা, মূলা, থোড় প্রভৃতি বিক্রয়-দ্বারা জীবন যাপন করিতেন। ভগবান্ ভক্তের দ্রব্যই পরম আনন্দে গ্রহণ করেন, কিন্তু অভক্তের দ্রব্যের প্রতি দৃক্পাতও করেন না---ইহা প্রদর্শনের নিমিত্ত মহাপ্রভু শ্রীধরের নিকট হইতে ঐ সকল দ্রব্য কাড়িয়া লইতেন এবং তন্নিমিত্ত নানারূপ কলহ করিতেন। মহাপ্রভু সেই সকল লীলার কথা শ্রীধরকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে অষ্টসিদ্ধি-দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু শ্রীধরকে তাঁহার অপূর্ব ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করেন। দর্শনমাত্র শ্রীধর বিস্মিত হইয়া মূর্ছিত হইলেন। শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীধর সংজ্ঞা লাভ করিলে মহাপ্রভু শ্রীধরকে স্তুতি করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীধর দৈন্য করিয়া নিজ মূর্খতার ভানে মহাপ্রভুর স্তবপাঠে নিজ অসামর্থ্য জানাইলে প্রভুর আদেশে শুদ্ধা সরস্বতী তাঁহার জিহ্বায় অধিষ্ঠিতা হইয়া মহাপ্রভুর অপূর্ব স্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। শ্রীধর বর প্রার্থনা করিলেন যে, যিনি প্রত্যহ তাঁহার (শ্রীধরের) নিকট হইতে খোলা-পাতা লইবার জন্য কলহ করিতেন, তিনি যেন জন্মে জন্মে তাঁহার প্রভু হন। মহাপ্রভু শ্রীধরকে রাজ্যেশ্বর করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীধর তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া প্রভুর গুণগানের সামর্থ্য প্রার্থনা করিলেন। শ্রীগৌরভক্তগণ জাগতিক কোন বিষয়ের গ্রাহক নহেন। তাঁহারা অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবাই প্রার্থনা করেন। গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষলব্ধ জনগণ ধর্ম, অর্থ, কাম বা অষ্টসিদ্ধি---এমন কি, মোক্ষকে পর্যন্ত নিতান্ত হেয় ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাই কামনা করেন। তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাই। বাহ্য-পরিচয়ে বৈষ্ণব চিনিতে পারা যায় না। বিষয়মদোন্মত্ত ব্যক্তি অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-ঠাকুর শ্রীধরের ঐশ্বর্য্য বা ধনের মহিমা জানিতে পারে না। অক্ষজজ্ঞানে 'বৈষ্ণবের অভাব আছে' মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের কোন অভাব থাকে না। তাঁহারা দীনহীন জীবকে হরিভজন শিক্ষা-প্রদানের নিমিত্ত জগতে দরিদ্রকুলে আবির্ভূত হইলেও বস্তুতঃ দরিদ্র নহেন। দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও কি প্রকারে হরিভজন করিতে পারা যায়---তাহা প্রদর্শন করাই ইহাদের এতাদৃশী লীলার উদ্দেশ্য। বৈষ্ণব-চরিত্র অক্ষজ-জ্ঞানগম্য নহে। নিষ্কপটে সরলভাবে বৈষ্ণবের শরণাগত হইলেই তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদিগকে চিনিতে পারা যায়। অক্ষজজ্ঞানে বিচার করিতে না গিয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে দূরে থাকাই প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কর্তব্য। বৈষ্ণবাপরাধবিহীন জনই একবার মাত্র কৃষ্ণনাম গ্রহণে অনায়াসে প্রেমলাভ করিতে পারেন, অন্যথা সাধু-নিন্দারূপ নামাপরাধ আসিয়া মহানর্থ উপস্থিত করে। (গৌঃ ভাঃ)

গৌরনিধি কপট সন্ন্যাসী-বেশধারী।
অখিল-ভুবন-অধিকারী।।১।।
জয় জগন্নাথ শচীনন্দন চৈতন্য।
জয় গৌরসুন্দরের সংকীর্তন ধন্য।।২।।
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রাণধন।।৩।।
জয় শ্রীজগদানন্দ-হরিদাস-প্রাণ।
জয় বক্রেশ্বর-পুণ্ডরীক-প্রেমধাম।।৪।।
জয় বাসুদেব শ্রীগর্ভের প্রাণনাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত।।৫।।
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়।।৬।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌরসুন্দর----চতুর্দশ-ভুবন-পতি। তিনি জগজ্জীবের শিক্ষার জন্য জড়-জগতের সমস্ত ভোগ পরিহার করিয়া ত্যাগীর বেষধারণে মানবের যোগ্যতা বা অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন।।১।।

মধ্যখণ্ড কথা-ভাই শুন একচিতে।
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বিহরে যে-মতে।।৭।।

বৈষ্ণবগণের মনোভিলাষ-সিদ্ধিপ্রদ চৈতন্যের মহাপ্রকাশ—

এবে শুন চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
যঁহি সর্ব-বৈষ্ণবের সিদ্ধি-অভিলাষ।।৮।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক প্রভুর সাত-প্রহরিয়া-ভাবের সূত্র-বর্ণন—

'সাত-প্রহরিয়া-ভাব' লোকে খ্যাতি যার।
যঁহি প্রভু হইলেন সর্ব অবতার।।৯।।
অদ্ভুত ভোজন যঁহি, অদ্ভুত প্রকাশ।
যারে তারে বিষ্ণুভক্তি-দানের বিলাস।।১০।।
রাজ-রাজেশ্বর-অভিষেক সেই দিনে।
করিলেন প্রভুরে সকল ভক্তগণে।।১১।।

শ্রীনিত্যানন্দ-সহ মহাপ্রভুর শ্রীবাস-গৃহে আগমন ও ক্রমে সকল ভক্তের মিলন—

একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘর।।১২।।
সঙ্গে নিত্যানন্দচন্দ্র পরম বিহ্বল।
অল্পে অল্পে ভক্তগণ মিলিলা সকল।।১৩।।

আবিষ্টচিত্ত মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকাশপূর্বক চতুর্দিকে নিরীক্ষণ ও প্রভুর ইঙ্গিতে ভক্তগণের কীর্তনারম্ভ—

আবেশিত চিত্ত মহাপ্রভু গৌর-রায়।
পরম ঐশ্বর্য করি' চতুর্দিগে চায়।।১৪।।
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
উচ্চৈঃস্বরে চতুর্দিগে করেন কীর্তন।।১৫।।

প্রভুর ভক্তভাবলীলা সঙ্গোপন-পূর্বক ভগবদ্ভাবে একুশ ঘণ্টাকাল বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন—

অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য প্রকাশিয়া পুনঃ ভাঙ্গে।।১৬।।
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে।।১৭।।
আর সব দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া।।১৮।।
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে ছাড়ি সর্ব মায়া।
বসিলা প্রহর-সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া।।১৯।।
যোড় হস্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ।
রহিলেন পরম আনন্দযুক্ত মন।।২০।।
কি অদ্ভুত সন্তোষের হইল প্রকাশ।
সবাই বাসেন যেন বৈকুণ্ঠ-বিলাস।।২১।।
প্রভুও বসিলা যেন বৈকুণ্ঠের নাথ।
তিলার্ধেক মায়া-মাত্র নাহিক কোথাত।।২২।।

প্রভুর ইঙ্গিতে ভক্তগণ-কর্তৃক প্রভুর অভিষেকগীত-কীর্তন এবং পুরুষসূক্ত-মন্ত্রে অভিষেক—

আজ্ঞা হৈল,—"বল মোরে অভিষেক-গীত।"
শুনি' গায় ভক্তগণ হই' হরষিত।।২৩।।

শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্তন সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। ঐ কীর্তনের বিষয়ে ভগবল্লীলা-পরাকাষ্ঠায় সর্বোত্তম আদর্শ বর্ণিত এবং সেই বর্ণনা সম্যক্ কীর্তন, তজ্জন্য তাহার তুলনা নাই।।২।।

শ্রীগৌরসুন্দর----বক্রেশ্বর ও শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রেমের আশ্রয় অর্থাৎ গৌরহরি-বিষয়ে আশ্রিত-তত্ত্ব বক্রেশ্বর ও পুণ্ডরীক আশ্রয় লাভ করিলেন।।৪।।

শ্রীচৈতন্যদেবের মহাপ্রকাশের বর্ণন শ্রবণ করিলে সকল বৈষ্ণবের অভীষ্ট পূর্ণ হয়।।৮।।

সাড়ে সাত দণ্ডে এক প্রহর; উহা তিন ঘণ্টা, সাত প্রহরে----একুশ ঘণ্টাকাল। গোরহরি একুশ ঘণ্টাকালযাবৎ বিষ্ণুর সকল অবতারের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন তৎকালে তিনি আশ্চর্য লীলা প্রকাশ করিয়া ভোজন এবং হরিভক্তিদানে ভক্তগণকে আনন্দিত করেন।।৯।।

বিষ্ণুর খট্টা----অর্থাৎ ভগবৎসিংহাসন। অন্যান্য দিবস মহাপ্রভু যেন অজ্ঞাতসারেই নিজ ভাবাবেশে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিতেন; কিন্তু কথিত দিবসে ভক্ত-ভাব-লীলা সঙ্গোপন রাখিয়া ভগবদ্ভাবে একুশ ঘণ্টাকাল বিষ্ণুখট্টায় বিরাজমান ছিলেন। সেইদিন আর কোন প্রকার আবরণ রাখিলেন না, নিজ-স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ তিনি যে স্বয়ং বিষ্ণু বস্তু বা বিষয়-বিগ্রহ, তাহা সম্যক্ প্রকাশিত করিয়া নিখিল আশ্রিতগণের সেবা গ্রহণ করিলেন।।১৭-১৯।।

অভিষেক শুনি' প্রভু মস্তক ঢুলায়।
সবারে করেন কৃপাদৃষ্টি অ-মায়ায়।।২৪।।
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
অভিষেক করিতে সবারে হৈল মন।।২৫।।
সর্ব-ভক্তগণে বহি' আনে গঙ্গাজল।
আগে ছাঁকিলেন দিব্য বসনে সকল।।২৬।।
শেষে শ্রীকর্পূর চতুঃসম-আদি দিয়া।
সজ্জ করিলেন সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া।।২৭।।
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি শুনি' চারিভিতে।
অভিষেক-মন্ত্র সবে লাগিলা পড়িতে।।২৮।।
সর্বাদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ 'জয় জয়' বলি'।
প্রভুর শ্রীশিরে জল দিলা কুতূহলী।।২৯।।
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি যতেক প্রধান।
পড়িয়া পুরুষসূক্ত করায়েন স্নান।।৩০।।
গৌরাঙ্গের ভক্ত সব মহামন্ত্রবিৎ।
মন্ত্র পড়ি' জল ঢালে হই' হরষিত।।৩১।।
মুকুন্দাদি গায় অভিষেক সুমঙ্গল।
কেহ কান্দে, কেহ নাচে আনন্দে বিহ্বল।।৩২।।
পতিব্রতাগণ করে 'জয়-জয়কার'।
আনন্দস্বরূপ চিত্ত হইল সবার।।৩৩।।
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
ভক্তগণে জল ঢালে শিরের উপর।।৩৪।।
নামমাত্র অষ্টোত্তরশত ঘট জল।
সহস্র ঘটেও অন্ত না পাই সকল।।৩৫।।

দেবগণের ছদ্মবেশে গৌর-অভিষেক—

দেবতা-সকলে ধরি' নরের আকৃতি।
গুপ্তে অভিষেক করে, যে হয় সুকৃতি।।৩৬।।

মহাপ্রভু পাদপদ্মে পাদ্যাদি-প্রদানের মহিমা—

যাঁর পাদপদ্মে জলবিন্দু দিলে মাত্র।
সেহ ধ্যানে, সাক্ষাতে কে দিতে আছে পাত্র? ৩৭।।
তথাপিহ তারে নাহি যমদণ্ড হয়।
হেন প্রভু সাক্ষাতে সবার জল লয়।।৩৮।।

অভিষেক-গীত,---অভিষেক-কালে গেয় স্তুতি। রাজরাজেশ্বরের সিংহাসনাধিরোহণ কালে তাঁহার আশ্রিত জনগণ সকলেই স্তুতি-বন্দনা-দ্বারা ও নানা উপায়ন যোগে অভিষেক-গান করিয়া থাকেন।।২৩।।

অভিষেক শুনি'---অভিষেক-স্তব-গান শুনিয়া।।২৪।।

চতুঃসম,---কস্তুরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু। কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাচ্চতুঃসমম্।।---(হরিভক্তিবিলাস ৬।১১৫ ধৃত গারুড়-বচন) অর্থাৎ দুইভাগ কস্তূরী, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম বা জাফ্‌রাণ এবং একভাগ কর্পূর---এই চারি দ্রব্য একত্র করিলে চতুঃসম হয়।।২৭।।

পুরুষ-সূক্ত---"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।। ওঁ পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূদং যচ্চ ভব্যম্। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি।। ওঁ এতাবানস্য মহিমাহতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতন্দিবি।। ওঁ ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ। ততো বিশ্বঙ্ব্যক্রামৎসাশনাহনশনেঽভি।। ওঁ তস্মাৎ বিরাড়জায়ত বিরাজেঽধিপুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ।। ওঁ তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্। পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে।। ওঁ তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত।। ওঁ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হি জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজা বয়ঃ।। ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।। ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরু-পাদা উচ্যেতে।। ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূঃ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত। ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যোঽজায়ত। মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।। ওঁ নাভ্যাসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্।। ওঁ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞং যজ্ঞমতন্বত। বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ। ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্। ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তঃ যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।।"৩০।।

শ্রীবাসের দাসদাসীগণে আনে জল।
প্রভু স্নান করে,—ভক্ত-সেবার এই ফল।।৩৯।।

শ্রীবাসের 'দুঃখী' দাসীর সৌভাগ্য—

জল আনে এক ভাগ্যবতী 'দুঃখী' নাম।
আপনে ঠাকুর দেখি' বলে,—'আন আন'।।৪০।।
আপনে ঠাকুর তার ভক্তিযোগ দেখি'।
'দুঃখী' নাম ঘুচাইয়া থুইলেন 'সুখী'।।৪১।।

ভক্তগণ কর্তৃক প্রভুর দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে
পূজা ও বিবিধ সেবা—

নানা বেদমন্ত্র পড়ি' সর্ব-ভক্তগণ।
স্নান করাইয়া অঙ্গ করিলা মার্জন।।৪২।।
পরিধান করাইলা নূতন বসন।
শ্রীঅঙ্গে লেপিলা দিব্য সুগন্ধি-চন্দন।।৪৩।।
বিষ্ণুখট্টা পাতিলেন উপস্কার করি'।
বসিলেন প্রভু নিজ খট্টার উপরি।।৪৪।।
ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়।
কোন ভাগ্যবন্ত রহি' চামর ঢুলায়।।৪৫।।
পূজার সামগ্রী লই' সর্ব-ভক্তগণ।
পূজিতে লাগিলা নিজ-প্রভুর চরণ।।৪৬।।
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ।
প্রদীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, যথা অনুরূপ।।৪৭।।
যজ্ঞসূত্র যথাশক্তি বস্ত্র-অলঙ্কার।
পূজিলেন করিয়া ষোড়শ উপচার।।৪৮।।
চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসীমঞ্জরী।
পুনঃ পুনঃ দেন সবে চরণ-উপরি।।৪৯।।
দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের বিধিমতে।
পূজা করি' সবে স্তব লাগিলা পড়িতে।।৫০।।
অদ্বৈতাদি করি' যত পার্ষদ-প্রধান।
পড়িলা চরণে করি' দণ্ড-পরণাম।।৫১।।
প্রেমনদী বহে সর্বগণের নয়নে।
স্তুতি করে সবে, প্রভু অমায়ায় শুনে।।৫২।।

ভক্তগণের গৌর-স্তুতি—

"জয় জয় জয় সর্ব-জগতের নাথ।
তপ্ত জগতেরে কর শুভ দৃষ্টিপাত।।৫৩।।
জয় আদিহেতু, জয় জনক সবার।
জয় জয় সংকীর্তনারম্ভ অবতার।।৫৪।।
জয় জয় বেদ-ধর্ম সাধুজনত্রাণ।
জয় জয় আব্রহ্ম-স্তম্বের মূল-প্রাণ।।৫৫।।

সাধারণ মাঙ্গলিক ক্রিয়ার বহু উদ্দেশ করিলে ১০৮ সংখ্যা কথিত হয়; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শত শত।

স্নানবিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১৯।৮৮) এইরূপ লিখিত আছে,—বিত্তবান্ হইলে শক্ত্যনুসারে সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য অথবা মৃত্তিকা-দ্বারা সহস্র, পঞ্চশত, সার্ধদ্বিশত, অষ্টোত্তরশত, চতুঃষষ্টি, দ্বাত্রিংশৎ, ষোড়শ অথবা তাহাতেও অক্ষম হইলে চারিটী কুম্ভ নির্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা স্নান করাইবে।।৩৫।।

"যাবন্তি জলবিন্দুনি মম গাত্রে নিবেশয়েৎ। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি সর্বলোকে মহীয়তে।।" (—হঃ ভঃ বিঃ ১৯।৯৬) অর্থাৎ মদীয় দেহে যত সংখ্যক বারিবিন্দু প্রদান করিবে, তত সহস্র বর্ষ বৈকুণ্ঠলোকে বাস করিবে।। ('স্বর্গলোকে মহীয়তে' ইতি বৈকুণ্ঠলোকং গচ্ছন্ পথি ইন্দ্রাদিভির্ভক্ত্যা বিশ্রময্য চিরমভ্যর্চ্যত ইত্যর্থঃ)।।৩৭-৩৮।।

ষোড়শোপচার—মধ্য ৬।১১০ গৌঃ ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।৪৮।।

দশাক্ষর গোপালমন্ত্র—গৌতমীয় তন্ত্র ২য় অধ্যায় এবং নারদ-পঞ্চরাত্র ৩।৩ ও ৪।৬-৮ শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য।।৫০।।

অমায়ায় শুনে,—শ্রীগৌরসুন্দর—মায়াধীশ তত্ত্ব, সুতরাং জীবের ন্যায় মায়াবদ্ধ হইবার যোগ্যতা না থাকায় স্বীয় নারায়ণ-প্রকাশে মায়িক বিচার উল্লঙ্ঘন-লীলা প্রদর্শন করিলেন।।৫২।।

তপ্ত,—ত্রিতাপ-দগ্ধ।।৫৩।।

শাস্ত্রে সঙ্কীর্তন-বিধির উল্লেখ থাকিলেও সাধারণ লোক জপাদি-নির্জন-সেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগের অধিবাসিগণের আত্যন্তিক মঙ্গলবিধানের জন্য সঙ্কীর্তন-প্রথার উপযোগিতা প্রদর্শন করিলেন।।৫৪।।

জয় জয় পতিতপাবন গুণসিন্ধু।
জয় জয় পরম শরণ দীনবন্ধু।।৫৬।।
জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু-মধ্যে গোপবাসী।
জয় জয় ভক্ত-হেতু প্রকট বিলাসী।।৫৭।।
জয় জয় অচিন্ত্য-অগম্য-আদি-তত্ত্ব।
জয় জয় পরম কোমল শুদ্ধ-সত্ত্ব।।৫৮।।
জয় জয় বিপ্রকুলপাবন-ভূষণ।
জয় বেদধর্ম-আদি সবার জীবন।।৫৯।।
জয় জয় অজামিল-পতিতপাবন।
জয় জয় পূতনা দুষ্কৃতি-বিমোচন।।৬০।।
জয় জয় অদোষ-দরশি রমাকান্ত।''
এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত।।৬১।।

প্রভুর পরম-প্রকট-রূপ-দর্শনে ভক্তগণের পরমানন্দ—

পরম-প্রকট-রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি' পরানন্দে ডুবিলেন সর্ব-দাস।।৬২।।

প্রভুর ভক্তগণকে অমায়ায় স্বচরণ-অর্পণ ও ভক্তগণের বিবিধভাবে প্রভু-পাদপদ্ম পূজা—

সর্ব মায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীচরণ দিলেন, পূজয়ে ভক্তবৃন্দ।।৬৩।।
দিব্য গন্ধ আনি' কেহ লেপে শ্রীচরণে।
তুলসীকমলে মেলি' পূজে কোন জনে।।৬৪।।
কেহ রত্ন-সুবর্ণ-রজত-অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার।।৬৫।।
পট্টনেত, শুক্ল, নীল, সুপীত বসন।
পাদপদ্মে দিয়া নমস্করে সর্বজন।।৬৬।।
নানাবিধ ধাতুপাত্র দেই সর্বজনে।
না জানি কতেক আসি' পড়ে শ্রীচরণে।।৬৭।।

বৈষ্ণবসেবার মহিমা—

যে চরণ পূজিবারে সবার ভাবনা।
অজ, রমা, শিব করে যে লাগি' কামনা।।৬৮।।
বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে তাহা পূজে।
এই মত ফল হয়, বৈষ্ণবে যে ভজে।।৬৯।।
দূর্বা, ধান্য, তুলসী লইয়া সর্বজনে।
পাইয়া অভয় সবে দেন শ্রীচরণে।।৭০।।
নানাবিধ ফল আনি' দেন পদতলে।
গন্ধপুষ্প, চন্দন, শ্রীচরণে কেহ ঢালে।।৭১।।
কেহ পূজে করিয়া ষোড়শ উপচারে।
কেহ বা ষড়ঙ্গ-মতে, যেন স্ফুরে যারে।।৭২।।
কস্তূরী কুঙ্কুম, শ্রীকর্পূর, ফাগুধূলি।
সবে শ্রীচরণে দেই হই' কুতুহলী।।৭৩।।
চম্পক, মল্লিকা, কুন্দ, কদম্ব, মালতী।
নানা পুষ্পে শোভে শ্রীচরণ-নখপাঁতি।।৭৪।।

সাধুগণের পরিত্রাণকারী নাম-কীর্তন মূলক বেদধর্মের প্রবর্তক বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন। বেদবিরোধি নাস্তিক্যধর্ম অসাধুজনের পাল্য। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাণু পর্যন্ত দৃশ্য জগতের মূলপ্রাণ শ্রীগৌরহরি বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন্।।৫৫।।

ক্ষীরোদকশায়ী ব্যষ্টি-বিষ্ণুপ্রতীতি গোপকুলের অধিবাসি-সূত্রে মূল আকর-বস্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দনই গৌরহরি। তিনি তাঁহার নিজ সেবা-প্রকটনাভিলাষে ভক্তগণের নিকট গৌরলীলা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পাঠান্তরে 'গুপ্তবাসী'।।৫৭।।

শ্রীগৌরহরি—বিশুদ্ধ সত্ত্বময় ও পরম স্নিগ্ধ। তিনি মূর্তিমান্-বেদধর্ম, সকল জীবের জীবনস্বরূপ এবং ব্রাহ্মণ কুলের পরম পবিত্র অলঙ্কার।।৫৮-৫৯।।

'গন্ধ',—''চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধমিহোচ্যতে'' (—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৬।১১৪-ধৃত আগমবাক্য) অর্থাৎ চন্দন, অগুরু, কর্পূরপঙ্ক—এই সমস্তের নাম গন্ধ; অথবা ''কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু। কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাচ্চতুঃসমম্।। কর্পূরং চন্দনং দর্পঃ কুঙ্কুমঞ্চ চতুঃসসম্। সর্বং গন্ধমিতি প্রোক্তং সমস্তসুরবল্লভম্।।''(—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৬।১১৫-ধৃত গারুড়-বচন) অর্থাৎ দুইভাগ কস্তূরী, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম ও একভাগ কর্পূর—এই চারি দ্রব্য একত্র করিলেই তাহাকে 'গন্ধ' বলা যায়। উহা নিখিল দেবগণের প্রিয়।

মেলি'—('মিলি' ধাতুজ) মিশ্রিত করা, মিশা।।৬৪।।

মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে ভক্তগণ কর্তৃক প্রভুর শ্রীহস্তে বিবিধ নৈবেদ্য-প্রদান ও প্রভুর অপূর্ব শক্তি প্রকাশ-পূর্বক ভক্তপ্রদত্ত যাবতীয় দ্রব্য ভক্ষণ—

পরম প্রকাশ—বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
'কিছু দেহ' খাই'—প্রভু চাহেন আপনি।।৭৫।।
হস্ত পাতে প্রভু, দেখে সর্ব ভক্তগণ।
যে যে-মত দেয়, সব করেন ভোজন।।৭৬।।
কেহ দেই কদলক, কেহ দিব্য মুদ্গ।
কেহ দধি, ক্ষীর বা নবনী, কেহ দুগ্ধ।।৭৭।।
প্রভুর শ্রীহস্তে সব দেই ভক্তগণ।
অমায়ায় মহাপ্রভু করেন ভোজন।।৭৮।।
ধাইল সকল-গণ নগরে নগরে।
কিনিয়া উত্তম দ্রব্য আনেন সত্বরে।।৭৯।।
কেহ দিব্য নারিকেল উপস্কার করি'।
শর্করা সহিত দেই শ্রীহস্ত উপরি।।৮০।।
নানাবিধ প্রচুর সন্দেশ দেই আনি'।
শ্রীহস্তে লইয়া প্রভু খায়েন আপনি।।৮১।।
কেহ দেয় মোয়া, জম্বু, কর্কটিকা ফল।
কেহ দেয় ইক্ষু, কেহ দেয় গঙ্গাজল।।৮২।।
দেখিয়া প্রভুর অতি আনন্দ প্রকাশ।
দশবার পাঁচবার দেই কোন দাস।।৮৩।।
শত শত জনে বা কতেক দেই জল।
মহাযোগেশ্বর পান করেন সকল।।৮৪।।
সহস্র সহস্র ভাণ্ড দধি, ক্ষীর, দুগ্ধ।
সহস্র সহস্র কান্দি-কলা, কত মুদ্গ।।৮৫।।
কতেক বা সন্দেশ, কতেক ফল-মূল।
কতেক সহস্র বাটা কর্পূর তাম্বূল।।৮৬।।
কি অপূর্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র।
কেমনে খায়েন, নাহি জানে ভক্তবৃন্দ।।৮৭।।

ভক্তার্পিত দ্রব্য গ্রহণানন্তর প্রীত প্রভুর ভক্তগণের জন্ম-কর্ম বৃত্তান্ত কথন—

ভক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে।
খাইয়া সবার জন্ম-কর্ম কহে শেষে।।৮৮।।

প্রভু-মুখে স্ব-স্ব-জন্ম-কর্ম বৃত্তান্ত-শ্রবণে ভক্তগণের আনন্দবিকার—

ততক্ষণে সে ভক্তের হয় যে স্মরণ।
সন্তোষে আছাড় খায়, করয়ে ক্রন্দন।।৮৯।।

মহাপ্রভু কর্তৃক দেবানন্দ-সমীপে শ্রীবাসের ভাগবতশ্রবণ-আখ্যায়িকা বর্ণন ও তচ্ছ্রবণে শ্রীবাসের প্রেমবিকার—

শ্রীবাসেরে বলে,—''আরে পড়ে তোর মনে।
ভাগবত শুনিলি যে দেবানন্দ-স্থানে।।৯০।।

পট্টনেত,----রেশমের বস্ত্র, গরদের বস্ত্র।।৬৬।।

বৈষ্ণব বাহ্যতঃ অকিঞ্চন। সেই অকিঞ্চনের সেবক দাসদাসীগণ বহির্দৃষ্টিতে তদপেক্ষা দরিদ্র বলিয়া সাধারণে বিচার করেন। কিন্তু বৈষ্ণবের আরাধ্য বিষ্ণু----বৈষ্ণবের সম্পত্তি হওয়ায় বৈষ্ণবের দাসদাসীগণ সেই সর্বাকাঙ্ক্ষ্য সম্পত্তি পূজা করিবার অধিকার লাভ করেন।।৬৯।।

ষড়ঙ্গমতে,----(মধ্য ৬।৩৩ দ্রষ্টব্য)।।৭২।।

ফাগুধূলি,----রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ, আবীর , ফাগ।।৭৩।।

নখপাঁতি,----নখপংক্তি, নখশ্রেণী।।৭৪।।

সন্দেশ,----বর্তমানকালে ছানার নির্মিত শুষ্ক মিষ্টিদ্রব্যবিশেষকে 'সন্দেশ' বলা হয়। কিন্তু এই স্থলে 'সন্দেশ'-শব্দ বিবিধ প্রকার মিষ্টদ্রব্যকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে।।৮১।।

কর্কটিকা ফল,----কাঁকুড়। জম্বু,----জাম।।৮২।।

বাটা,----তাম্বূল রাখিবার পাত্র।।৮৬।।

ভক্তগণের নিকট সেবোপকরণ গ্রহণ করিয়া প্রভু সন্তোষের সহিত জীবের সৌভাগ্য, জন্ম ও সুকৃতকর্মের প্রশংসা করেন। কেহ কেহ বিচার করেন যে, মহাপ্রভু সার্বজ্ঞ্য-ধর্ম অবলম্বন করিয়া জীবের প্রাক্তন সুকৃতিসকল বলিতে লাগিলেন।।৮৮।।

পদে পদে ভাগবত—প্রেমরসময়।
শুনিয়া দ্রবিল অতি তোমার হৃদয়।।৯১।।
উচ্চৈঃস্বর করি' তুমি লাগিলা কান্দিতে।
বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলা ভূমিতে।।৯২।।
অবোধ পড়ুয়া ভক্তিযোগ না বুঝিয়া।
বল্‌গিয়া কান্দয়ে কেনে,—না বুঝিল ইহা।।৯৩।।
বাহ্য নাহি জান তুমি প্রেমের বিকারে।
পড়ুয়া তোমারে নিল বাহির দুয়ারে।।৯৪।।
দেবানন্দ ইথে না করিল নিবারণ।
গুরু যথা অজ্ঞ, সেইমত শিষ্যগণ।।৯৫।।
বাহির দুয়ারে তোমা' এড়িল টানিয়া।
তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ পাঞা।।৯৬।।
দুঃখ পাই' মনে তুমি বিরলে বসিলা।
আরবার ভাগবত চাহিতে লাগিলা।।৯৭।।
দেখিয়া তোমার দুঃখ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে।
আবির্ভাব হইলাম তোমার দেহেতে।।৯৮।।
তবে আমি এই তোর হৃদয়ে বসিয়া।
কাঁদাইলু' সে আমার প্রেম-যোগ দিয়া।।৯৯।।
আনন্দ হইল দেহ শুনি' ভাগবত।
সব তিতি' স্থান হৈল বরিষার মত।।''১০০।।

ভাঃ ১।১।৩, ১।১।১৯, ১২।১৩।১৫ প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।।৯১।।

অধ্যাপক দেবানন্দের আশ্রিত বিদ্যার্থিগণ শ্রীবাসের ভক্তির ফল দর্শন করিয়া বুঝিতে না পারায় তাহারা আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-বশতঃ শ্রীবাসের চরণে অপরাধ করিয়া বসিল। তাহাতে অজ্ঞান বিদ্যার্থিগণের কার্যে বাধা না দেওয়ায় অধ্যাপক দেবানন্দেরও অপরাধ-স্পর্শ গটিল। ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ দেবানন্দ তাঁহার ছাত্রগণকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাদৃশী শিক্ষার মধ্যে উচ্চাঙ্গের ভক্তি-বিষয়িণী কোন শিক্ষা ছিল না। সুতরাং গুরুর ভক্তিযোগে অধিকার না থাকায় শিষ্যগণও ভক্তিযোগ হইতে বিরত ছিল।

বর্তমানকালে অনেকে দয়ার্দ্র শুদ্ধভক্তগণের কীর্তনমুখে প্রচার-প্রণালী দর্শন করিয়া বলিয়া থাকেন যে, গৃহে বসিয়া নির্জনে উপাসনা করাই শ্রেয়ঃ। কীর্তনমুখে প্রচার করিতে গেলে অহঙ্কার, দম্ভ ও নানাবিধ বিপৎপাত উপস্থিত হয় কিন্তু এক্ষেত্রে দেবানন্দ পণ্ডিতের ন্যায় ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলে এবং ভক্তির প্রচার না করিলে অপরাধ ঘটে,----ইহাই এই লীলার উদ্দেশ্য। ভক্তির দুর্ভিক্ষ জগতের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে দেখা যায়, কিন্তু তাহার নিবারণ-কল্পে কীর্তন না করিলে অপরাধ স্পর্শ ঘটে।।৯৫।।

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের টোলবাড়ী তৎকালে কুলিয়ায় অবস্থিত ছিল। কুলিয়া----নবদ্বীপের উপকণ্ঠে গঙ্গার পশ্চিম-তটে অবস্থিত উপনগরী। গঙ্গার পূর্বপারে শ্রীমায়াপুরে তৎকালে শ্রীনবদ্বীপ-নগর অবস্থিত ছিল। বর্তমান সহর নবদ্বীপই----প্রাচীন কুলিয়া। উহার অপরাধভঞ্জনের পাট। কাঁচরাপাড়ার নিকট, চুঁচুড়া-নিবাসী মাধব দত্তের স্থাপিত কুলিয়া-গ্রামকে কেহ কেহ দেবানন্দ পণ্ডিতের কুলিয়া-গ্রাম বলিয়া ভ্রান্ত হন। আমাদ-কোল, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, গদখালির কোল প্রভৃতি প্রাচীন কুলিয়ার নাম-সমূহ আজও বর্তমান সহরের স্থানে স্থানে সেই নিদর্শন রক্ষা করিতেছে। সাতকুলিয়া বা ধোপাদি-গ্রামকে কেহ কেহ কুলিয়া নির্দেশ করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হন। সাতকুলিয়া----গঙ্গার পূর্বপারে অবস্থিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন,----কুলিয়া-গ্রাম গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। সাতকুলিয়ার পূর্বে গঙ্গা ও তাহার পূর্বে শ্রীমায়াপুর অবস্থিত না হওয়ায় সাতকুলিয়াকে 'কুলিয়া' বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। বর্তমান রামচন্দ্রপুর ক্যাকড়ার মাঠের পশ্চিমাংশে গঙ্গানদীর প্রাচীন খাত হওয়া আবশ্যক এবং তাহার পশ্চিমাংশে কুলিয়া-গ্রামের কোন নিদর্শন না থাকায় রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি স্থান মোদদ্রুমের অন্তর্গত বলিয়া সুধীগণ বিচার করিয়া থাকেন। ঈর্ষাপরায়ণ ভক্তিদ্বেষী সাহিত্যিককল্প কতিপয় ব্যক্তি পৈশুন্য-মূলে যে প্রাচীন নদীয়ার অবস্থান মীমাংসা করেন, উহার মূল্য অর্ধ-কপর্দক ও নহে।।৯৮।।

অনুভব পাইয়া বিহ্বল শ্রীনিবাস।
গড়াগড়ি' যায়, কান্দে, বহে ঘনশ্বাস।।১০১।।

অদ্বৈতাদি ভক্তগণের স্ব-স্ব-বৃত্তান্ত-শ্রবণে আনন্দ—

এই মত অদ্বৈতাদি যতেক বৈষ্ণব।
সবারে দেখিয়া করায়েন অনুভব।।১০২।।
আনন্দসাগরে মগ্ন সব-ভক্তগণ।
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল ভোজন।।১০৩।।
কোন ভক্ত নাচে, কেহ করে সংকীর্তন।
কেহ বলে 'জয় জয় শ্রীশচীনন্দন'।।১০৪।।

তথায় অনুপস্থিত ভক্তগণকে প্রভুর আহ্বান, তাঁহাদের নিকট নৈবেদ্য চাহিয়া লইয়া ভক্ষণ ও তাঁহাদের পূর্ব-বৃত্তান্ত বর্ণন—

কদাচিৎ যে ভক্ত না থাকে সেইস্থানে।
আজ্ঞা করি' প্রভু তারে আনান আপনে।।১০৫।।
''কিছু দেহ' খাই'' বলি' পাতেন শ্রীহস্ত।
যেই যাহা দেন, তাহা খায়েন সমস্ত।।১০৬।।
খাইয়া বলেন প্রভু,—''তোর মনে আছে?
অমুক নিশায় আমি বসি' তোর কাছে।।১০৭।।
বৈদ্যরূপে তোর জ্বর করিলাম নাশ।''
শুনিয়া বিহ্বল হই' পড়ে সেই দাস।।১০৮।।

গঙ্গাদাসের খেয়াঘাটে বিপদ ও মহাপ্রভু-কর্তৃক বৃত্তান্ত-বর্ণন—

গঙ্গাদাসে দেখি' বলে—''তোর মনে জাগে?
রাজভয়ে পলাইস্ যবে নিশাভাগে? ১০৯।।
সর্ব পরিবার-সনে আসি' খেয়াঘাটে।
কোথাও নাহিক নৌকা, পড়িলা সঙ্কটে।।১১০।।
রাত্রি শেষ হৈল, তুমি নৌকা না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া।।১১১।।
মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।
গঙ্গা প্রবেশিতে মন হইল তোমার।।১১২।।
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে।
গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে।।১১৩।।
তবে তুমি নৌকা দেখি' সন্তোষ হইলা।
অতিশয় প্রীত করি' কহিতে লাগিলা।।১১৪।।
আরে ভাই, আমারে রাখহ এইবার।
জাতি, প্রাণ, ধন, দেহ—সকল তোমার।।১১৫।।
রক্ষা কর, পরিকর-সঙ্গে কর পার।
এক তঙ্কা, এক জোড় বখ্‌সীস তোমার।।১১৬।।
তবে তোমা-সঙ্গে পরিকর করি' পার।
তবে নিজ বৈকুণ্ঠে গেলাম আরবার।।''১১৭।।
শুনি' ভাসে গঙ্গাদাস আনন্দসাগরে।
হেন লীলা করে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দরে।।১১৮।।
''গঙ্গায় হইতে পার চিন্তিলে আমারে।
মনে পড়ে, পার আমি করিল তোমারে।।''১১৯।।
শুনিয়া মূর্ছিত গঙ্গাদাস গড়ি' যায়।
এই মত কহে প্রভু অতি অমায়ায়।।১২০।।

ভক্তগণ-কর্তৃক প্রভুর বিবিধ বিলাস-সেবা—

বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
চন্দন-মালায় পরিপূর্ণ কলেবর।।১২১।।

তিতি'----(ব্রজবুলি) ভিজিয়া, আর্দ্র হইয়া, সিক্ত হইয়া।।১০০।।

রাজরাজেশ্বর-অভিমানে অভিষেক-কালে প্রভুর তাম্বূল ভোজনাদি বিলাস-সহচর বস্তু-সমূহের গ্রহণ লক্ষ্য করিয়া যদি কেহ প্রভুর অনুকরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অমঙ্গল অনিবার্য। প্রসাদী তাম্বূল মস্তকে ধারণ করাই মহাজনানুমোদিত পন্থা। প্রসাদ-ছলনায় তাম্বূল গ্রহণ করিয়া জীবের উৎকট ভোগ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত সাহজিক হইবার পরিবর্তে অসামান্য চাতুর্যানুসরণে বিলাস-সহচর-দ্রব্যাদির দ্বারা শারীরিক উত্তেজনা স্বীকার করেন না। (ভাঃ ১।১৭।৩৮ গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।১০৩।।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পূর্ব ঘটনা----যাহা অপর কাহারও বিদিত ছিল না, তদ্বর্ণনমুখে প্রভু বলিলেন,----যে কালে যবনরাজের অত্যাচার-ভয়-নিবারণ-কল্পে গঙ্গার তীরে গিয়া নৌকার অপ্রাপ্তিতে তোমার বিষম বিপদ্ অনুভূত হইয়াছিল, তৎকালে আমি

কোন প্রিয়তম করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন।
শ্রীকেশ সংস্কার করে অতি প্রিয়তম।।১২২।।
তাম্বূল যোগায় কোন অতি প্রিয় ভৃত্য।
কেহ বামে, কেহ বা সম্মুখে করে নৃত্য।।১২৩।।

ভক্তগণ-কর্তৃক বিবিধোপচারে প্রভুর সান্ধ্যসেবা—

এই মত সকল দিবস পূর্ণ হৈল।
সন্ধ্যা আসি' পরম কৌতুকে প্রবেশিল।।১২৪।।
ধূপ-দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ।
অর্চন করিতে লাগিলেন শ্রীচরণ।।১২৫।।
শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গ।
বাজায়েন বহুবিধ, উঠে নানা রঙ্গ।।১২৬।।
অমায়ায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র।
কিছু নাহি বলে, যত করে ভক্তবৃন্দ।।১২৭।।
নানাবিধ পুষ্প সবে পাদপদ্মে দিয়া।
'ত্রাহি প্রভো' বলি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।।১২৮।।
কেহ কাকু করে, কেহ করে জয়ধ্বনি।
চতুর্দিগে আনন্দ-ক্রন্দনমাত্র শুনি।।১২৯।।
কি অদ্ভুত সুখ হৈল নিশার প্রবেশে।
যে আইসে, সেই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে।।১৩০।।
প্রভুর হইল মহা-ঐশ্বর্য প্রকাশ।
যোড়হস্তে সম্মুখে রহিল সর্ব দাস।।১৩১।।

গৌরসুন্দরের স্বচ্ছন্দভাবে শ্রীচরণ-প্রসারিত করিয়া লীলায় অবস্থান—

ভক্ত অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি'।
লীলায় আছেন গৌর-সিংহ কুতূহলী।।১৩২।।
বরোন্মুখ হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
যোড়হস্তে রহিলেন সব অনুচর।।১৩৩।।
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে সর্ব জনে জনে।
অমায়ায় প্রভু কৃপা করেন আপনে।।১৩৪।।

ভক্তরাজ শ্রীধরকে আনয়নার্থ প্রভুর আদেশ—

আজ্ঞা হৈল—"শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন।
আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ-বিধান।।১৩৫।।
নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পাঞা।
আসিয়া দেখুক মোরে ঝাট আন গিয়া।।১৩৬।।
নগরের অন্তে গিয়া থাকিহ বসিয়া।
যে মোরে ডাকয়ে তারে আনিহ ধরিয়া।।"১৩৭।।
ধাইলা বৈষ্ণবগণ প্রভুর বচনে।
আজ্ঞা লই' গেলা ত্বরা শ্রীধরভবনে।।১৩৮।।

ভক্তবর শ্রীধরের আখ্যান—

সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান।
খোলার পসার করি' রাখে নিজ প্রাণ।।১৩৯।।
একবার খোলা-গাছি কিনিয়া আনয়।
খানি খানি করি' তাহা কাটিয়া বেচয়।।১৪০।।
তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায়।
তার অর্ধ গঙ্গার নৈবেদ্য লাগি' যায়।।১৪১।।
অৰ্দ্ধেক সওদায় হয় নিজ প্রাণ রক্ষা।
এই মত হয় বিষ্ণু-ভক্তের পরীক্ষা।।১৪২।।
মহাসত্যবাদী তেঁহো যেন যুধিষ্ঠির।
যা'র যেই মূল্য বলে, না হয় বাহির।।১৪৩।।
মধ্যে-মধ্যে যেবা জন তা'র তত্ত্ব জানে।
তাহার বচনে মাত্র দ্রব্যখানি কিনে।।১৪৪।।

নৌকা লইয়া কর্ণধারসূত্রে তোমাকে গঙ্গা পার করিয়া দিয়াছিলাম। সেই সকল কথা তুমি ব্যতীত আর কেহই জানে না; কিন্তু আমি উহা অবগত আছি। গঙ্গাদাস ইহা শ্রবণ করিয়া মূর্ছিত হইয়া গড়াগড়ি দিলেন। মায়াবদ্ধ জীবের সর্বজ্ঞতা ধর্মের অভাব আছে। প্রভু মায়াধীশ বলিয়া তাঁহার অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয় কিছুই নাই।।১২০।।

গৌরসিংহ আশ্চর্যজনক অভূতপূর্ব লীলায় অবস্থিত থাকিয়া ভক্তভাব সঙ্গোপন করিয়াছিলেন। তাঁহার তাদৃশ অনুষ্ঠান কর্মফল-বাধ্য বদ্ধজীবের ক্রিয়া নহে বলিয়াই 'লীলা' শব্দের প্রয়োগ।।১৩২।।

খোলা-গাছি,—থোড়।।১৪০।।

এই মত নবদ্বীপে আছে মহাশয়।
'খোলাবেচা' জ্ঞান করি' কেহ না চিনয়।।১৪৫।।
চারি প্রহর রাত্রি নিদ্রা নাহি কৃষ্ণনামে।
সর্বরাত্রি 'হরি' বলে দীর্ঘল আহ্বানে।।১৪৬।।

শ্রীধরের সম্বন্ধে পাষণ্ডিগণের অক্ষজ-বিচার—

যতেক পাষণ্ডী বলে,—"শ্রীধরের ডাকে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কর্ণ ফাটে।।১৪৭।।
মহাচাষা-বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি' মরে।।"১৪৮।।
এই মত পাষণ্ডী মরয়ে মন্দ বলি'।
নিজ কার্য করয়ে শ্রীধর-কুতূহলী।।১৪৯।।
'হরি' বলি ডাকিতে যে আছয়ে শ্রীধর।
নিশাভাগে প্রেমযোগে ডাকে উচ্চৈঃস্বর।।১৫০।।

ভক্তগণের অর্ধপথে শ্রীধরের সংকীর্তন-ধ্বনি-শ্রবণ এবং তদনুসরণে শ্রীধর-গৃহে উপস্থিতি—

অর্ধপথ ভক্তগণ গেল মাত্র ধাঞা।
শ্রীধরের ডাক শুনে তথাই থাকিয়া।।১৫১।।
ডাক-অনুসারে গেলা ভাগবতগণ।
শ্রীধরেরে ধরিয়া লইয়া ততক্ষণ।।১৫২।।
"চল চল মহাশয়, প্রভু দেখ গিয়া।
আমরা কৃতার্থ হই তোমা' পরশিয়া।।"১৫৩।।

মহাপ্রভুর আদেশ শ্রবণে শ্রীধরের মূর্ছা ও ভক্তগণের সন্তর্পণে প্রভু-সমীপে শ্রীধরকে আনয়ন—

শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্ছিত।
আনন্দে বিহ্বল হই' পড়িলা ভূমিত।।১৫৪।।
আথেব্যথে ভক্তগণ লইলা তুলিয়া।
বিশ্বম্ভর আগে-নিল আলগ করিয়া।।১৫৫।।

শ্রীধরের দর্শনে মহাপ্রভুর আনন্দ এবং শ্রীধরের প্রেমসেবা-বর্ণন—

শ্রীধর দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলা।
"আইস, আইস, বলি' ডাকিতে লাগিলা।।১৫৬।।
বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন।
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন।।১৫৭।।

সওদা,----বাণিজ্য লব্ধ অর্থ, লভ্যাংশ।

তথ্য—"'"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" "ব্রহ্মন্, যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্। যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে।।"(----ভাঃ ১০।৮৮৮ এবং ৮।২২।২৪ শ্লোকদ্বয়)।।১৪২।।

থোড়-বিক্রয়কারী শ্রীধর যে অলৌকিক চৈতন্যভক্ত, তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।।১৪৫।।

শ্রীধর নিশাকালের সকল সময় উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া পল্লীবাসিগণের নিদ্রা-সুখ-ভোগের ব্যাঘাত করিতেন। বর্তমানকালে শুদ্ধভক্তগণের নামপ্রচারফলে বহির্মুখ সাহিত্যিকম্মন্য জগৎ ভগবদ্ভক্তের শ্রীমুখোচ্চারিত নামকীর্তন শুনিয়া যেরূপ বিরক্ত হয়, অসুবিধার কথা জানাইতে না পারিয়া তদ্রূপ নানাবিধ উপদ্রবও করে। কেহ বা বিষয়-ফল-লাভের উদ্দেশে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনায় লোকপ্রতারণা-কল্পে ভাগবত পাঠ ও ভগবৎকথা কীর্তনমুখে অর্থোপার্জন, সুর-তাল-মান-লয়-যোগে কীর্তন-পারিপাট্যদ্বারা জীবিকা-নির্বাহ প্রভৃতি অপকর্ম করিবার যোগ্যতা ও শুদ্ধভক্তগণের সমতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমন্ত জনগণ তাঁহাদের কপটতা ও অসচ্চেষ্টারূপ খলতা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। ভগবদ্ভক্তগণের কীর্তনের উদ্দেশ্য----কৃষ্ণকে আর্তস্বরে ডাকিয়া নিজ মঙ্গল ও বহির্মুখ জগতের কল্যাণ সাধন, আর কপটগণের উদ্দেশ্য----নামকীর্তন, বক্তৃতা, পাঠ ও রসগান ছলনায় নিজ-জড়েন্দ্রিয়তর্পণ। সুতরাং অধোক্ষজ সেবক ও আধ্যক্ষিক ইন্দ্রিয়-তর্পণকামি-সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় স্বর্গ-নরকের ভেদ বর্তমান।

দীর্ঘল,----দীর্ঘ + ল (অস্ত্যার্থে) দৈর্ঘ্যযুক্ত, দীর্ঘসাধ্য।।১৪৬।।

পাষণ্ডিগণ নামসঙ্কীর্তনের তাৎপর্য অবগত না হওয়ায় বলিত,----"দরিদ্র শ্রীধর উপার্জনে অক্ষম হওয়ায় কোন প্রকারে স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনাদি-নির্বাহে অসমর্থ। সুতরাং সে অনাহারে সকল রাত্রি ভগবান্‌কে বিরক্ত করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া

এই জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর।
তোমার খোলায় অন্ন খাই নিরন্তর।।১৫৮।।
তোমার হস্তের দ্রব্য খাইনু বিস্তর।
পাসরিলা আমা-সঙ্গে যে কৈলা উত্তর।।''১৫৯।।

প্রভুর বিদ্যাবিলাস-কালে শ্রীধর-সহ বিবিধ রঙ্গ-বর্ণনচ্ছলে গ্রন্থকার-কর্তৃক ভক্ত-বৎসল ভগবানের ভক্তদ্রব্যে আগ্রহ ও অভক্তের দ্রব্যে উপেক্ষা-বর্ণন—

যখন করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস।
পরম উদ্ধত-হেন যখন প্রকাশ।।১৬০।।
সেই কালে গূঢ়রূপে শ্রীধরের সঙ্গে।
খোলা কেনা-বেচা-ছলে কৈল বহু রঙ্গে।।১৬১।।
প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেতে গিয়া।
থোড়, কলা, মূলা, খোলা আনেন কিনিয়া।।১৬২।।
প্রতিদিন চারি দণ্ড কলহ করিয়া।
তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্ধমূল্য দিয়া।।১৬৩।।
সত্যবাদী শ্রীধর যথার্থ মূল্য বলে।
অর্ধমূল্য দিয়া প্রভু নিজ হস্তে তোলে।।১৬৪।।
উঠিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ি।
এই মত শ্রীধর-ঠাকুরের হুড়াহুড়ি।।১৬৫।।
প্রভু বলে,—''কেনে ভাই শ্রীধর তপস্বী।
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি।।১৬৬।।
আমার হাতের দ্রব্য লহ যে কাড়িয়া।
এতদিন কে আমি, না জানিস্ ইহা।।১৬৭।।
পরমব্রহ্মণ্য শ্রীধর ক্রুদ্ধ নাহি হয়।
বদন দেখিয়া সর্ব দ্রব্য কাড়ি' লয়।।১৬৮।।
মদনমোহন রূপ গৌরাঙ্গসুন্দর।
ললাটে তিলক শোভে ঊর্ধ মনোহর।।১৬৯।।
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
প্রকৃতি, নয়ন—দুই পরম চঞ্চল।।১৭০।।
শুক্ল যজ্ঞ-সূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে।।১৭১।।
অধরে তাম্বূল, হাসে শ্রীধরে চাহিয়া।
আরবার খোলা লয় আপনে তুলিয়া।।১৭২।।
শ্রীধর বলেন,—''শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
ক্ষমা কর মোরে, মুঞি তোমার কুক্কুর।।''১৭৩।।
প্রভু বলে,—''জানি তুমি পরম চতুর।
খোলাবেচা অর্থ তোমার আছয়ে প্রচুর।।''১৭৪।।
''আর কি পসার নাহি''—শ্রীধর যে বলে।
''অল্প কড়ি দিয়া তথা কিন'' পাত-খোলে।।''১৭৫।।
প্রভু বলে,—''যোগানিয়া আমি নাহি ছাড়ি।
থোড়-কলা দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি।।''১৭৬।।
রূপ দেখি, মুগ্ধ হই' শ্রীধর যে হাসে।
গালি পাড়ে বিশ্বম্ভর পরম সন্তোষে।।১৭৭।।

সাধারণের শান্তি ভঙ্গ করে। এরূপ দুষ্কার্য শ্রীধরের ন্যায় অত্যন্ত অসভ্য ব্যক্তির শোভনীয় হইলেও রাত্রি জাগরণ-দ্বারা ঐরূপ কীর্তনের সমর্থন করা যাইতে পারে না।।''১৪৭-১৪৮।।

গৌরসুন্দরের পার্ষদ শ্রীধর যেরূপ নির্বোধ কপটগণের কুবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া হরিনাম প্রচারে বিরত হন নাই, তদ্রূপ শ্রীধরদাসগণও শুদ্ধ-ভক্তি-অবলম্বনে নামপ্রচার কার্যে অগ্রসর হইয়া ভগবৎসেবা-বিরোধী জড়মদোন্মত্ত সম্প্রদায়ের নিকট নানাপ্রকারে আক্রান্ত হইলে তাহাতে তাঁহাদেরও কর্ণপাত করা কর্তব্য নহে।।১৪৯।।

আলগ করিয়া----দৃঢ়তা পরিহারপূর্বক, বিশেষ সন্তর্পণে।।১৫৫।।

শ্রীধরের মুখমণ্ডলে ক্রোধ না দেখিয়া ব্রহ্মণ্যদেব গৌরসুন্দর তাঁহার বিক্রেয় সকল দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইতেন অথবা ব্রহ্মণ্যদেব গৌরসুন্দরের সৌম্যমূর্তি দেখিয়া তৎকর্তৃক বলপূর্বক দ্রব্যাদি-গ্রহণসত্ত্বেও শ্রীধর ক্রুদ্ধ হইতেন না।।১৬৮।।

প্রভুর নয়নদ্বয়ের স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল ছিল।।১৭০।।

ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন----এই দশরূপে শ্রীঅনন্তদেব গৌর-নারায়ণের সেবা করিয়া থাকেন।।১৭১।।

"প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য দেহ ত' কিনিয়া।
আমারে বা কিছু দিলে মূল্যেতে ছাড়িয়া।।১৭৮।।
যে গঙ্গা পূজহ তুমি, আমি তার পিতা।
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা।।"১৭৯।।
কর্ণে হস্ত দেই' শ্রীধর 'বিষ্ণু', 'বিষ্ণু' বলে।
উদ্ধত দেখিয়া তারে দেই পাত খোলে।।১৮০।।
এই মত প্রতিদিন করেন কন্দল।
শ্রীধরের জ্ঞান—'বিপ্র পরম চঞ্চল'।।১৮১।।
শ্রীধর বলেন,—"মুঞি হারিলুঁ তোমারে।
কড়ি বিনু কিছু দিব, ক্ষমা কর মোরে।।১৮২।।
একখণ্ড খোলা দিব একখণ্ড থোড়।
একখণ্ড কলা-মূলা আরো দোষ' মোর?"১৮৩।।
প্রভু বলে,—"ভাল ভাল, আর নাহি দায়।"
শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায়।।১৮৪।।
ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়।
কোটি হৈলেও অভক্তের উলটি' না চায়।।১৮৫।।
এই লীলা করিব চৈতন্য হেন আছে।
ইহার কারণে সে শ্রীধরে খোলা বেচে।।১৮৬।।

বিষ্ণুবৈষ্ণবলীলা ভগবৎকৃপা ব্যতীত দুর্জ্ঞেয়—

এই লীলা লাগিয়া শ্রীধরে বেচে খোলা।
কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা।।১৮৭।।
বিনা প্রভু জানাইলে কেহ নাহি জানে।
সেই কথা প্রভু করাইলা সঙরণে।।১৮৮।।

প্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকাশ ও তদ্দর্শনে শ্রীধরের মূর্চ্ছা—

প্রভু বলে,—"শ্রীধর, দেখহ রূপ মোর।
অষ্টসিদ্ধি-দান আজি করি' দেঙ তোর।।"১৮৯।।
মাথা তুলি' চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর।।১৯০।।
হাতে মোহন বংশী, দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ময় সব দেখে বিদ্যমান।।১৯১।।
কমলা তাম্বূল দেই হাতের উপরে।
চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে।।১৯২।।
মহাফণী ছত্র ধরে শিরের উপরে।
সনক, নারদ, শুক দেখে স্তুতি করে।।১৯৩।।
প্রকৃতিস্বরূপা সব যোড়হস্ত করি'।
স্তুতি করে চতুর্দিকে পরমা সুন্দরী।।১৯৪।।

প্রভু বলপূর্বক শ্রীধরের দ্রব্য কাড়িয়া লইলে শ্রীধর বলিলেন,----"আমার নিকট হইতে না লইয়া অন্য দোকানদারের নিকট স্বল্প মূল্যে পাত খোলা ক্রয় করুন না কেন?"১৭৫।।

প্রভু তদুত্তরে বলিলেন,----"আমি যাহার নিকট হইতে প্রত্যহ দ্রব্যাদি গ্রহণ করি, তাহার নিকট হইতেই মূল্য দিয়া প্রত্যহ তাহা ক্রয় করিব।"

যোগানিয়া----সরবরাহকারী, প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব-পূরণকারী।।১৭৬।।

শ্রীধর মহাপ্রভুর ভক্ত বলিয়া তাঁহার নিকট হইতেই মহাপ্রভু বলপূর্বক অল্পমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া শ্রীধরের সেবা গ্রহণ করিতেন; কিন্তু অভাব-রহিত ধনবান্ অভক্ত হইলে তাহার দিকে দৃষ্টিপাতও করিতেন না। গীঃ ৯।২৬ এবং ভাঃ ৭।৯।১১ শ্লোকে আলোচ্য।।১৮৫।।

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধারণ দৃষ্টিতে বোধ-গম্য হয় না। যাঁহাদের প্রতি ভগবানের কৃপা হয়, তাঁহারাই বিষ্ণু বৈষ্ণবের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-সমূহের যাথার্থ্য অবগত হন।।১৮৭।।

অষ্টসিদ্ধি,----"অণিমা মহিমা মূর্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ। প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তি প্রেরণমীশিতা।। গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি। এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ (----ভাঃ ১১।১৫।৪-৫)।। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন,----"হে সৌম্য, দেহের সিদ্ধি তিন প্রকার----'অণিমা', 'লঘিমা', ইন্দ্রিয়ের তত্ত্বদধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে সম্বন্ধসিদ্ধি 'ব্যাপ্তি', শ্রুতদৃষ্টবিষয়ে ভোগদর্শন সামর্থ্যসিদ্ধি 'প্রাকাম্য', মায়াশক্তির প্রেরয়িতাসিদ্ধি 'ঈশিতা,' বিষয়ভোগে অসঙ্গসিদ্ধি 'বশিতা,' কামনার বিষয়ীভূত সুখপ্রাপয়িতাসিদ্ধি 'কামাবসায়িতা' ----এই অষ্টসিদ্ধি আমার স্বাভাবিকী। "অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্য মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশীত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা।।" (----নারদ পঞ্চরাত্র ২।৮।২)।।১৮৯।।

দেখি’ মাত্র শ্রীধর হইলা সুবিস্মিত।
সেইমত ঢলিয়া পড়িলা পৃথিবীতে।।১৯৫।।
‘উঠ উঠ শ্রীধর’—প্রভুর আজ্ঞা হৈল।
প্রভুবাক্যে শ্রীধর সে চৈতন্য পাইল।।১৯৬।।

শ্রীধরকে স্তব পাঠ করিতে মহাপ্রভুর আদেশ এবং শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় শ্রীধরের গৌর-স্তুতি—

প্রভু বলে,—“শ্রীধর আমারে কর স্তুতি।”
শ্রীধর বলয়ে,—“প্রভু মুঞি মূঢ়মতি।।১৯৭।।
কোন্ স্তুতি জানোঁ মুঞি কি মোর শকতি।
প্রভু বলে,—“তোর বাক্য-মাত্র মোর স্তুতি।।”১৯৮।।
প্রভুর আজ্ঞায় জগন্মাতা সরস্বতী।
প্রবেশিলা জিহ্বায়, শ্রীধর করে স্তুতি।।১৯৯।।
“জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় নবদ্বীপ-পুরন্দর।।২০০।।
জয় জয় অনন্তব্রহ্মাণ্ডকোটি-নাথ।
জয় জয় শচীপুণ্যবতী-গর্ভজাত।।২০১।।
জয় জয় বেদগোপ্য, জয় দ্বিজরাজ।
যুগে যুগে ধর্ম পাল’ করি নানা সাজ।।২০২।।
গূঢ়রূপে সাম্ভাইলা নগরে নগরে।
বিনা তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে।।২০৩।।
তুমি ধর্ম, তুমি কর্ম, তুমি ভক্তি, জ্ঞান।
তুমি শাস্ত্র, তুমি বেদ, তুমি সর্বধ্যান।।২০৪।।
তুমি সিদ্ধি, তুমি ঋদ্ধি, তুমি ভোগ, যোগ।
তুমি শ্রদ্ধা, তুমি দয়া, তুমি মোহ, লোভ।।২০৫।।
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি অগ্নি, জল।
তুমি সূর্য, তুমি বায়ু, তুমি ধন, বল।।২০৬।।
তুমি ভক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি অজ, ভব।
তুমি বা হইবে কেন, তোমারই যে সব।।২০৭।।
পূর্বে মোর স্থানে তুমি আপনে বলিলা।
‘তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণ-সলিলা।।’২০৮।।
তবু মোর পাপ-চিত্তে নহিল স্মরণ।
না জানিল মুই তোর অমূল্য চরণ।।২০৯।।
যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল-নগর।
এখনে হইলা নবদ্বীপ-পুরন্দর।।২১০।।
রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর-ভিতরে।
হেন ভক্তি নবদ্বীপে হইল বাহিরে।।২১১।।
ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে।।২১২।।
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলা গোপরামা।।২১৩।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি বহে যারে মনে।
সে তুমি শ্রীদাম-গোপ বহিলা আপনে।।২১৪।।
যাহা হৈতে আপনার পরাভব হয়।
সেই বড় গোপ্য, লোকে কাহারে না কয়।।২১৫।।

প্রকৃতিস্বরূপা—স্বর্যোযিদ্‌গণ।।১৯৪।।

ভাঃ ১।১৮।২১ ও ৮।১৯।২৮ শ্লোক আলোচ্য।।২০৮।।

ভক্তিযোগে ভীষ্ম ও যশোদা—(আদি ১৭।২৬ গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।।২১২

ভক্তিযোগে সত্যভামা—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলাকালে একদিন দেবর্ষি নারদ দেবরাজপ্রদত্ত পারিজাত-হস্তে শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে রুক্মিণীর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। নারদ পারিজাত পুষ্পটী শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিলে ভগবান্ বাসুদেব উহা রুক্মিণীকে প্রদান করেন। তদ্দর্শনে নারদ রুক্মিণীর সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া ‘তিনিই সমধিক স্বামি-সোহাগিনী’—এই কথা জানাইলে সত্যভামার প্রেষ্যাগণ উহা সত্যভামার কর্ণগোচর করে। তাহাতে সত্যভামা অভিমানযুক্তা হইলে কৃষ্ণ তন্মন্দিরে গমন করেন এবং সত্যভামার মনোরঞ্জনার্থ সমগ্র পারিজাত বৃক্ষই সত্যভামার পুরীতে আনয়ন করিতে প্রতিশ্রুত হন। তৎকালে নারদ তথায় গমনপূর্বক পুণ্যক-ব্রতের বিশেষ প্রশংসা করিলে সত্যভামা তদ্‌ব্রতানুষ্ঠানের অভিলাষ করেন। তৎপরে অমরাবতী হইতে পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন-পূর্বক ব্রতবিধি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে পারিজাত বৃক্ষে বন্ধন করিয়া নারদের নিকট সম্প্রদান করেন। (হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব ৭৬ অধ্যায়)।।২১৩।।

ভক্তি লাগি' সর্বস্থানে পরাভব পাঞা।
জিনিয়া বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া।।২১৬।।
সে মায়া হইল চূর্ণ, আর নাহি লাগে।
হের দেখ সকল ভুবনে ভক্তি মাগে।।২১৭।।
সে কালে হারিলা জন দুই চারি স্থানে।
এ কালে বান্ধিব তোমা' সর্ব জনে জনে।।''২১৮।।

শ্রীধরের স্তবপাঠে বৈষ্ণবগণের বিস্ময়—

মহা শুদ্ধা সরস্বতী শ্রীধরের শুনি'।
বিস্ময় পাইলা সর্ব বৈষ্ণব-আগনী।।২১৯।।

শ্রীধরকে বর প্রার্থনা করিতে মহাপ্রভুর আদেশ ও শ্রীধরের উত্তর—

প্রভু বলে,—''শ্রীধর বাছিয়া মাগ বর।
অষ্ট সিদ্ধি দিমু আজি তোমার গোচর।।''২২০।।
শ্রীধর বলেন,—''প্রভু আরো ভাঁড়াইবা?
থাকহ নিশ্চিন্তে তুমি, আর না পারিবা।।''২২১।।
প্রভু বলে,—''দরশন মোর ব্যর্থ নয়।
অবশ্য পাইবা বর, যেই চিত্তে লয়।।''২২২।।

বর-প্রার্থনা-প্রসঙ্গে শ্রীধরের গৌরদাস্য ব্যতীত সর্বপ্রকার সিদ্ধি-ঐশ্বর্যাদি উপেক্ষা এবং মহাপ্রভুর শ্রীধরকে ভক্তিযোগ-প্রদান—

'মাগ মাগ' পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর বলয়ে,—''প্রভু, দেহ' এই বর।।২২৩।।
যে ব্রাহ্মণ কাড়ি' নিল মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ।।২২৪।।
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণযুগল।।''২২৫।।
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে শ্রীধরে।
দুই বাহু তুলি' কান্দে মহা-উচ্চৈঃস্বরে।।২২৬।।
শ্রীধরের ভক্তি দেখি' বৈষ্ণব-সকল।
অন্যোন্যে কান্দেন সব হইয়া বিহ্বল।।২২৭।।
হাসি' বলে বিশ্বম্ভর—''শুনহ শ্রীধর।
এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর।।''২২৮।।
শ্রীধর বলয়ে,—''মুঞি কিছুই না চাঙ।
হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাঙ।।''২২৯।।
প্রভু বলে,—''শ্রীধর আমার তুমি দাস।
এতেক দেখিলা তুমি আমার প্রকাশ।।২৩০।।
এতেকে তোমার মতি ভেদ না হইল।
বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল।।''২৩১।।

শ্রীধরের বর-প্রাপ্তিতে বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি—

জয় জয় ধ্বনি হৈল বৈষ্ণবমণ্ডলে।
শ্রীধর পাইল বর, শুনিল সকলে।।২৩২।।

বাহ্যদৃষ্টিতে চৈতন্যানুগ-গণের দারিদ্র্য-মূর্খতাদি প্রতীতি—

ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য।।২৩৩।।

ভক্তিযোগে শ্রীদাম—শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণকে আহ্বান করিয়া এক অভিনব ক্রীড়ার অভিলাষ করিলেন। এক পক্ষে রাম ও অপর পক্ষে কৃষ্ণ। তাঁহারা বাহ্য ও বাহকভাবে নানা ক্রীড়ার আচরণ করিতেন। সেই ক্রীড়ায় বিজেতৃগণ পরাজিতের স্কন্ধে আরোহণ করিতেন। কৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্বাসুর বলদেবকে বহন করিতে লাগিলেন (ভাঃ ১০।১৮ অ) দ্রষ্টব্য)।।২১৪।।

আগনী,—শ্রেষ্ঠ, অগ্রণী।।২১৯।।

বেদগোপ্য ভক্তিযোগ—আধ্যক্ষিক জ্ঞানিসম্প্রদায় বেদ-মন্ত্রের অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তি-দ্বারা নিজেন্দ্রিয়ভোগপর ব্যাখ্যান করিয়া থাকেন। বেদ-শাস্ত্র বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তি আশ্রয় করিয়া অযোগ্যগণের দৃষ্টি আবরণ করেন। যাঁহারা পরমসৌভাগ্যবন্ত, তাঁহারাই বেদের সর্বত্র ভজনীয় বস্তু হরি—সম্বন্ধ, ভজন হরিভক্তি—অভিধেয়, হরিপ্রেমা—প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারেন। সাধারণ মূঢ়গণ বেদশাস্ত্রে কর্মকাণ্ড-বিচার অর্থাৎ ফলভোগবাদ লক্ষ্য করেন। কেহ বা অহঙ্কার-তাড়িত হইয়া মায়াবাদাশ্রয়ে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার-বৈচিত্র্য বিলোপ করিয়া নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানবাদ স্থাপনপূর্বক ভক্তিযোগের উদ্দেশলাভে অকৃতকার্য হন। ভগবান্ যাঁহার প্রতি কৃপা করেন, মূর্তবেদ তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিযোগ উদয় করান। ভক্তিযোগ-লাভই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু। ''উত্তিষ্ঠত

বিষয়ের পরিণাম ও বিষয়হীন শ্রীধরের সৌভাগ্যের পরতমত্ব—

কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্মূলে।।২৩৪।।
কলা-মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইলা যাহা।
কোটিকল্পে কোটিশ্বর না দেখিবা তাহা।।২৩৫।।
অহঙ্কার-দ্রোহমাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত-ফল তার না জানয়ে পাছে।।২৩৬।।

আপাত-প্রতীতিবশে বৈষ্ণব দর্শন করিতে গিয়া দোষ-দর্শনে দুর্গতি—

দেখি' মূর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ কর্মদোষে।।২৩৭।।
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি, দেখয়ে দুর্গতি।।২৩৮।।
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্ট-সিদ্ধিকে উপেক্ষি'।।২৩৯।।

জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" এই কঠোপনিষদ্ বাণীর সার্থকতা প্রতিপন্ন হইল। "তদ্‌বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং" (---শ্বেতাশ্ব, ৫।৬)। বেদবিধি-অগোচর, রতনবেদীর পর, ভজ নিতি কিশোর-কিশোরী (---প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)। গীঃ ১৮।৬৪-৬৬ এবং ভাঃ ২।২।৩৪ শ্লোক আলোচ্য।।২৩১।।

আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে অর্থাৎ বাহ্য পরিচয়ে বৈষ্ণবের স্বরূপ চিহ্নিত করা অসম্ভব। অধিক ধন থাকিলেই যে তাঁহার অধিক বৈষ্ণবতা হইবে----এরূপ নহে। বহুলোক সংগ্রহ করিতে পারিলেই যে তিনি অধিক বৈষ্ণব হইবেন----এরূপে নহে। শাস্ত্রাদিতে অধিক পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে তিনি বিষ্ণুভক্ত হইবেন----এরূপ নহে। শ্রীচৈতন্যের দাসগণের অধিক ধনের পরিচয় না থাকিতে পারে, অধিক লোকসংগ্রহের পরিচয় না থাকিতে পারে, অধিক তর্কবিতর্কাত্মক পাণ্ডিত্যের অধিকার না থাকিতে পারে। কিন্তু সেই সকল বিষয়ে তাঁহারা কেন উদাসীন, তাহা বুঝিবার অধিকার সাধারণের নাই। শ্রীচৈতন্য-সেবাকেই তাঁহারা ধন, জন, পাণ্ডিত্যাপেক্ষা বহুমানন করেন; সুতরাং তাঁহাদের গৌরব, মহিমা ও শ্রেষ্ঠতা লোক-নয়নের গোচরীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই।।২৩৩।।

সাধারণ অভাবগ্রস্ত জনগণ মনে করেন যে, বিদ্যা, ধন, রূপ, কীর্তি, বংশমর্যাদা----সকলই প্রয়োজন-তত্ত্ব। কিন্তু "জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্"----এই ভাগবতপদ্যের আলোচনাভাবে প্রাপঞ্চিক উন্নতিকামী এই সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া ভ্রান্তিবশে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশঃ ও কুল প্রভৃতি বৃদ্ধি হউক----এইরূপ বাসনা করেন। সুতরাং তাঁহাদের মন্দভাগ্যে----চৈতন্যদাস্যের অলৌকিক লোভ স্থান পায় না। ভা ১০।১০।৮ এবং ১০।৭৩।১০ ও কঠোপনিষৎ ১।২।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।২৩৪।।

৪৩২০০০ সৌরবর্ষে এক মহাযুগ হয়। তাদৃশ সহস্র মহাযুগে এক কল্প হয়। তাদৃশ কালের কোটিগুণ কালাভ্যন্তরে কোটি কোটি ঐশ্বর্যের অধিকারীর যে বস্তু দুর্লভ, তাহাই সামান্য থোড়-কলা-ব্যবসায়ী দরিদ্র বিপ্রকুলোদ্ভূত শ্রীধর লাভ করিলেন।।২৩৫।।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা জীবমাত্রেরই একমাত্র বিষয়। কৃষ্ণেতর বস্তু-বিষয়-ভোগ যাহাদের প্রবল, তাহারা অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া ভক্তিবিদ্বেষী হয়। বিষয়ে লুব্ধচিত্ত ব্যক্তি পরবর্তিকালে অধঃপতন লাভ করে। এইজন্যই ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন যে, ফলভোগবাদ----কর্মকাণ্ড ও ফলত্যাগবাদ----জ্ঞানকাণ্ড। দুইটিই----বিষভাণ্ড। যাহাদের ঐ বিষদ্বয়ভক্ষণে প্রবল রুচি, তাহাদের জীবন অধঃপতিত হয়। কর্মকাণ্ডরত জনগণ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনায় বিষয়ের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া জন্ম-জন্মান্তর লাভ করেন এবং স্বর্ণপিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া তাৎকালিক ইন্দ্রিয় তর্পণে কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন। উহার জীবের অধঃপতনরূপ অনাত্মবুদ্ধি।।২৩৬।।

যাঁহারা ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হইয়া মত্ততা-বশতঃ বৈষ্ণবের জাগতিক পাণ্ডিত্যের ও জাগতিক ঐশ্বর্যের অভাব দর্শন করেন এবং তাদৃশ অভাব দর্শনে উপহাস করেন, তাঁহারা নিজ কর্মফলে কুম্ভীপাক-নরকে নিষ্পেষিত হন। "যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম। করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্মযশঃসুতা। নিন্দাং কুর্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ।।২৪০।।

বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে।।২৪১।।

সার্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে।। হন্তিনিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্।।''---স্কান্দে।।২৩৭।।

মূঢ়জনগণ লৌকিক-জ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া বৈষ্ণব চিনিতে পারে না। বৈষ্ণবের সকল সিদ্ধি করতলগত, কিন্তু তিনি সিদ্ধিগুলির প্রতি উদাসীন। সুতরাং মূঢ়-দর্শনে তিনি সর্বতোভাবে দুর্গত ও ক্লিষ্ট বলিয়া লক্ষিত হন।।২৩৮।।

যে অষ্টসিদ্ধি, ফলকামী ইন্দ্রিয়পরায়ণব্যক্তির পরম আদরণীয় মৃগ্য বস্তু, তাহাকে অনায়াসে পদদলিত করিয়া লোক-দৃষ্টিতে দরিদ্র শ্রীধর ভক্তিযোগরূপ বর লাভ করিলেন। অপুনর্ভব, যোগসিদ্ধি, রসাধিপত্য, পারমেষ্ঠ্য প্রভৃতি সম্পদ্---অনাত্মানুভবকারী জনগণেরই প্রার্থনীয়, কিন্তু আত্মবিদের চরণাশ্রিত বৈষ্ণবের তাদৃশ প্রার্থনার অকিঞ্চিৎকরতোপলব্ধি সহজধর্ম। যাঁহারা শ্রীধরের লীলা আলোচনা করিতে সুযোগ পান, তাঁহারা এই সকল কথার প্রকৃষ্ট নিদর্শন লাভ করেন।।২৩৯।।

ভজনপরায়ণ ভক্তের বাহিরে ঐশ্বর্যের পরিবর্তে অভাব, স্বাস্থ্যের পরিবর্তে অস্বাস্থ্য, ধনের পরিবর্তে দারিদ্র্য, পাণ্ডিত্যের পরিবর্তে মূর্খতা দেখিয়া, কর্মফলবাদীর ন্যায় বৈষ্ণবও নানাবিধ অভাবপীড়িত এবং ব্যবহারিক কনক-কামিনীপ্রতিষ্ঠাশা-বিশিষ্ট মনে করিয়া যাঁহারা বৈষ্ণবগণকে 'দুঃখী' জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে মতিভ্রষ্ট জানিতে হইবে।

কায়স্থকুলাজ-ভাস্কর-পরিচয়ে পরিচিত শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুও কোন দিনই ব্যবহারিক দুঃখে দুঃখিত হইয়া সৌজন্য পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতের অসম্মান করেন নাই। দবিরখাস ও সাকরমল্লিক যবনাধিকারীর ভৃত্যকার্য করায় ব্যবহারিক দুঃখে-দুঃখিত না হইয়া শ্রীচৈতন্যচরণ-সেবায় মগ্ন ছিলেন বলিয়া আধ্যক্ষিকগণ তাঁহাদিগকে 'ব্যবহার-দুঃখ পীড়িত' বলিয়া মনে করে।

ঠাকুর হরিদাস যবন-কুলোদ্ভূত হওয়ায় এবং ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণবণিক্-কুলে উদ্ভূত হওয়ায় কোন দিনই ব্যবহারিক দুঃখে দুঃখিত ছিলেন না। তাঁহারা সর্বদাই হরিসেবানন্দে ব্যস্ত থাকায় দুঃখ-ভার পীড়িত জনগণের ন্যায় দুঃখাভিভূত হইবার অবকাশ পান নাই।

যাহা যাহা কর্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডিগণের বিচারে দুঃখ বলিয়া অনুমিত হয়, তৎসমস্তে কৃষ্ণের অভিপ্রায়োত্থ সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলে উহা পরানন্দসুখের কারণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ" শ্লোকের অবতারণা করিয়া সুখ-দুঃখ-মিশ্রসোপানে অস্মিতা-স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। আত্মবিদের অনাত্ম-প্রতীতিজনিত দুঃখের আবাহন-সম্ভাবনা নাই।।২৪০।।

আধ্যক্ষিক জ্ঞান শ্রুতিকথিত বিদ্যা-ভেদ বুঝিতে অসমর্থ। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব----এই বেদ-চতুষ্টয় বেদানুগ বিবিধ শাস্ত্রসমূহ এবং আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ ও শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ প্রভৃতিকে যাঁহারা লৌকিক ভোগতাৎপর্যে নিযুক্ত করেন, তাঁহারাই অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির আশ্রয়ে অপরা বিদ্যানুশীলনের পক্ষপাতী। আর যাঁহারা অপরা বিদ্যার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তির অনুগমন করেন, তাঁহারা পরবিদ্যার সেবক-সূত্রে বিদ্যা-মদে আচ্ছন্ন হন না। যাঁহারা অণিমাদি-সিদ্ধি-সমূহের লাভে উৎকণ্ঠিতচিত্ত, সেই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণই ধনমদে ব্যস্ত। ধনাদির বিনিময়ে ইন্দ্রিয়জ সুখ লাভ ঘটে, তাদৃশ ইন্দ্রিয়সমূহ ক্ষণভঙ্গুর ও পূর্ণ বিনিময়-গ্রহণে অসমর্থ। তজ্জন্য ভক্তিপথের পথিক বৈষ্ণবগণ বিদ্যা, ধন, রূপ, যশঃ ও কুলমদে অন্ধ হইয়া ঐ সকল বিষয়ানুসন্ধানে আত্ম-নিয়োগ করেন না। কিন্তু মন্দভাগ্য, অভাবগ্রস্ত, ত্রিগুণ-তাড়িত, মায়া-দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত ও আবৃত বদ্ধজীবগণ বাহ্য-পরিচয়ে সুনিপুণ অভিমানপূর্বক বিষয়-মদান্ধ হইয়া বৈষ্ণবের অতীব উচ্চ পদবীর মহিমা বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে যে, বিষ্ণুভক্তগণ যেহেতু তাহাদের ন্যায় বিষয়-মদান্ধ নহেন, সুতরাং নির্বোধ; এইরূপ মনে করিয়া তাহারা বৈষ্ণবগণকে সম্মানের পাত্র না জানিয়া নিজাপেক্ষা হীন জ্ঞান করে। তাহাদের নির্মল জীবাত্ম-বৃত্তিতে কোন দোষ-স্পর্শের সম্ভাবনা না থাকিলেও ঔপাধিক অজ্ঞান-মদোন্মত্ততা তাহাদিগকে সকল বিষয়েই দোষী করে। ঐ বেচারাদের দোষ নাই,----দোষ কেবল তাহাদের বুদ্ধির অবিশুদ্ধতার।।২৪১।।

ভাগবত পড়িয়াও কা'রো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যাইবেক নাশ।।২৪২।।

শ্রীধরের বরপ্রাপ্তি-আখ্যানের
ফলশ্রুতি—

শ্রীধর পাইল বর করিয়া স্তবন।
ইহা যেই শুনে, তা'রে মিলে প্রেমধন।।২৪৩।।

বৈষ্ণবনিন্দাবিহীনের কৃষ্ণকৃপা সুলভ—

প্রেম-ভক্তি হয় প্রভু-চরণারবিন্দে।
সেই কৃষ্ণ পায়, যে বৈষ্ণব নাহি নিন্দে।।২৪৪।।

নিন্দায় নাহিক কার্য, সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহা-ভাগ।।২৪৫।।

অনিন্দুক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে।।২৪৬।।

গ্রন্থকারের স্বাভাবিক দৈন্য-জ্ঞাপন—

বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই নমস্কার।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ হউক প্রাণ মোর।।২৪৭।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।২৪৮।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীধরচরিত-বর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।।

অনেকে শ্রীব্রহ্ম-মাধবগৌড়ীয়ের আনুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা না করিয়া বিদ্যা, ধন, রূপ যশঃ ও কুল-মানের লালসায় প্রমত্ত জনের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া ভক্তিবিদ্বেষ-মূলক বিচার অবলম্বন করেন। শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপের আনুগত্যাভাবে সাত্ত্বিক অধিষ্ঠানে চৈতন্যদাস্য হারাইয়া তাঁহারা বৈষ্ণব-গুরুর অসম্মান করিয়া বসেন। তাহার ফলে তাঁহাদের ভক্তিহীনতা প্রকাশিত হয় ও বৈষ্ণবের উপদেশক বলিয়া অহঙ্কার জন্মে। তাঁহারা সর্বভূতে ভগবদ্ভাবদর্শনাভাবে বিশ্বকে নিরানন্দময় দর্শন করেন; তখন অহঙ্কার পোষণ করিতে গিয়া হিংসামূলে আপনাকে ভাগবতের উপদেশক, মন্ত্রদাতা-গুরু-বেযে দীক্ষা-ছলনা প্রভৃতি ভক্তিহীন কার্য-সমূহের আবাহন করিয়া বসেন। কিন্তু বৈষ্ণব-গুরুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে স্বাভাবিক দৈন্যবশে এবং নিজের তৃণাদপি সুনীচতা উপলব্ধিক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ এবং উপদেশদানে যোগ্যতা হয়। শ্রীচৈতন্য-করুণা-কটাক্ষ-কণ-লব্ধ জীব বিশ্ব নিত্যানন্দময় দর্শন করেন। নিত্য বৈষ্ণবদাস ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপকতা অপরাবিদ্যায় পারঙ্গতজনগণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অপরা বিদ্যাশ্রিত জনগণ ভাগবতের অধ্যাপক অভিমান করিয়া ভাগবতদাস হইবার পরিবর্তে ভাগবতগণের প্রভু-অভিমানে উদরম্ভরি হইয়া পড়ে। তাহারা ব্যবসায়কেই 'ধর্ম' বলিয়া নানাবিধ ভক্তিবিরোধী অনুষ্ঠানকেই নিত্যানন্দানুগত্য বলে; কিন্তু সর্বতোভাবে উহাই নিত্যানন্দ-নিন্দা।।২৪২।।

যিনি ভাগবত-বৈষ্ণবের নিন্দা করেন না, যিনি বৈষ্ণবকে 'শ্রীগুরুদেব' বলিয়া জানেন বিষ্ণুভক্তিরহিত বাহ্যপরিচয়ে পরিচিত গুরুব্রুবগণের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করেন, তাহাদের কদর্যানুষ্ঠানের বহুমানন করেন না এবং জগতের কল্যাণ-কামনায় এ সকলের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করেন, তাদৃশ ব্যক্তির শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে শুদ্ধভক্তি-লাভ হয় এবং গৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণচরণ লভ্য হইয়া থাকে।।২৪৪।।

মহামহাভাগ্যবন্ত বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুভক্তিরই প্রশংসা করেন, তাঁহারা কখনও ভক্তির নিন্দা করেন না। যেসকল কপট দ্বিজিহ্ব শঠ অবৈষ্ণবতা-পরিহারকে 'নিন্দা' বলিয়া লোক প্রতারণা করে, তাহারা পাপে প্রমত্ত। 'জীবে দয়া' বলিয়া যে ভক্তির অনুষ্ঠান, তাহাতে তাহাদের রুচি নাই। বিষ্ণুভক্তিহীনতা হইতে লোকসমূহকে মুক্ত করিবার জন্য যে অনুষ্ঠান, তাহাকে 'নিন্দা' বলিয়া মনে করা পাপ। তাদৃশ পাপিগণ পক্ষান্তরে পাপের প্রশংসা করায় বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া ফেলে। সুতরাং সুকৃতিসম্পন্ন বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবের নিন্দা করেন না। তাঁহারা পাপিষ্ঠ নহেন। যাহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলায়, তাহারা বৈষ্ণবব্রুব, সুতরাং মন্দভাগ্য ও পাপী।।২৪৫।।

বৈষ্ণবাপরাধ অর্থাৎ সাধুনিন্দা-বর্জিত হইয়া নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে অনায়াসে তাঁহার কৃষ্ণানুগ্রহ লাভ ঘটে এবং তিনি মায়িক নির্বুদ্ধিতা হইতে পরিত্রাণ পা'ন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা ব্যতীত কাহারও বৈষ্ণবের দাস্য করা সম্ভবপর হয় না।।২৪৬।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।